পলিসি ব্রিফ
#১১৭/ ২০২৩

জানুয়ারি ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : ভবিষ্যতে করণীয় পলিসি ব্রিফ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পর মার্চ ২০২০ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সময়ে করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে চারটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ, টিকা প্রদান এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা সংগ্রহ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ৩৫ লাখ দরিদ্র পরিবারকে নগদ অর্থসহায়তা প্রদান, এক লাখ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য। তবে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও গবেষণার চারটি পর্বেই করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা, অব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে বিদেশ থেকে আগত আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং পরিকল্পিতভাবে 'লকডাউন' আরোপের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে করোনাভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে। গবেষণাগুলোতে দেখা যায়, পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি, অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের বিদ্যমান দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটকালে প্রকটতর হয়েছে। করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার সুবিধা ও করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসাব্যবস্থা জেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ না করে কেবলমাত্র কয়েকটি শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবার ব্যবস্থা করা হয়। সংক্রমণের দুই বছর পরেও ৩৪টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা এবং ৩১টি জেলায় করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের জন্য কোনো আইসিইউ শয্যা ছিল না। সারা দেশে বিদ্যমান আইসিইউ শয্যার ৬১ শতাংশ ঢাকা শহরে অবস্থিত ছিল এবং এর ৩৭ শতাংশ ছিল বেসরকারি হাসপাতালে।

সংক্রমণের শুরু থেকে সারা দেশে নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবায় কোনো সংকট নেই দাবি করা হলেও নমুনা পরীক্ষা, আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর সেবাসহ চিকিৎসা সেবায় সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগার ও চিকিৎসা স্বল্পতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে যখনই সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক সেবাপ্রার্থী নমুনা পরীক্ষা করতে ও চিকিৎসা সেবা নিতে গিয়ে বহুমুখী সমস্যা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে।

সারণি ১ : নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে সংকট/সমস্যার ধরন (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)

সমস্যার ধরন	শতকরা হার
নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়ে সমস্যা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন সেবাগ্রহীতার হার	২৬.১%
হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা গ্রহণের সময় বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সেবাগ্রহীতার হার	২২.২%
চিকিৎসা-গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনে যথাসময়ে আইসিইউ সেবা না পাওয়া সেবাগ্রহীতার হার	১৩.৮%
চিকিৎসা-গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভেন্টিলেশন সুবিধা না পাওয়া সেবাগ্রহীতার হার	১৫.০%
নিজ জেলায় আইসিইউ সুবিধা না থাকায় ভিন্ন জেলা হতে সেবাগ্রহীতার হার	১৮.৯%
সরকারি হাসপাতালে সেবার অপ্রতুলতার কারণে চিকিৎসা সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবাগ্রহীতার হার	২৬.৫%

সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, বেসরকারি পরীক্ষাগারে অতিমাত্রায় ফি ধার্য, বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশ সত্ত্বেও সরকারি পরীক্ষাগারে ফি প্রত্যাহার না করা, এবং কিটের দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বেসরকারি পরীক্ষাগারে ফি হ্রাস না করায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি হয়। জনগণের ওপর আরোপিত খরচ এবং হয়রানির ভয়ে মানুষের মধ্যে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ করা গেছে। বিশেষজ্ঞ মতে এসব কারণে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পরীক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া অন্য জেলায় যাতায়াত এবং বেসরকারি হাসাপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার কারণে সেবাগ্রহীতার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা তৈরি হয়েছে।

[১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ', Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf (ti-bangladesh.org); 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব', Covid_Res_Tracking2_FullReport.pdf (ti-bangladesh.org); 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলা: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ', COVID_Response_Tracking_Fullrep_0806021.pdf (ti-bangladesh.org); 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ', COVID-19_response_FullRep_12042022.pdf (ti-bangladesh.org)

কোভিড-১৯ চিকিৎসাব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও উদ্যোগে ঘাটতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, অবকাঠামোগত জটিলতা, পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ঠিকাদারদের সক্ষমতার ঘাটতি ও গাফিলতি, তদারকির অভাব এবং আইসিইউ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের ঘাটতি ইত্যাদি কারণে নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবার সংকট দূর করা সম্ভব হয়নি। করোনভাইরাসের টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সফলতা দেখাতে সক্ষম হলেও টিকা প্রদান পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকার তালিকার ধাপ অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দুই-একটি এলাকা ছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্গম এলাকা, ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ভ্রাম্যমান দলের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। টিকা গ্রহণে সর্বসাধারণ বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণেও ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও খরচের কারণে দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষ টিকা প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক টিকা কেন্দ্রে নারী, বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে টিকা গ্রহণে নিরুৎসাহিত হয়েছেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ টিকা কেন্দ্রে অন্যের চেয়ে দেরিতে টিকা পাওয়া, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেলেও সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, অব্যবহৃত এক কোটি ডোজ টিকার মেয়াদ নভেম্বর ২০২২-এ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনায় আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে সকলের সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও খরচের কারণে টিকা প্রাপ্তিতে টিকাগ্রহীতারা সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।

সারণি ২ : কোভিড-১৯ টিকার ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)

সমস্যার ধরন	শতকরা হার
টিকার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অন্যের সহায়তা নিতে হয়েছে এমন টিকাগ্রহীতার হার	৮৬.৪%
টাকার বিনিময়ে দোকান থেকে নিবন্ধন করতে হয়েছে এমন টিকাগ্রহীতার হার	৬৬.৩%
টিকা কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এমন টিকাগ্রহীতার হার	১৫.৬%

করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ফলে এই খাতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রণোদনার সুফল ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের কাছে প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। গবেষণায় দেখা যায়, এই খাতের ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এবং প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন ১১ শতাংশ উদ্যোক্তা। গবেষণার বিভিন্ন পর্বে বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রণোদনা বিতরণে গতিশীলতা লক্ষ করা গেলেও কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনীহা, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার জটিল নীতি, ব্যাংকের গ্রাহক না হলে ঋণ না পাওয়া ইত্যাদি কারণে প্রণোদনা বিতরণে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। ঋণের নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা (৪১ শতাংশ), জটিল আবেদন প্রক্রিয়া (২৯ দশমিক ৩ শতাংশ) ইত্যাদি কারণে অনেক উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন করেননি। ঋণ আবেদন করার সময় ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ উদ্যোক্তা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।

করোনাভাইরাসের সংকট মোকাবিলা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিও অব্যাহত ছিল। স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটতর হয়ে পড়ে এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়ে যথাযথভাবে আইন/বিধি অনুসরণে ঘাটতিসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষাসামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুলসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট তৈরি হয়। যথাযথভাবে যাচাই না করে লাইসেন্সবিহীন বেসরকারি হসপাতাল এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষার চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যাদের মধ্যে কেউ কেউ নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া সনদ প্রদান করে কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় আইনের লঙ্ঘন করে ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় একটি উৎসের ওপর নির্ভর করে টিকা আমদানির মাধ্যমে একটি পক্ষের লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়। বিকল্প উৎস না থাকায় চলমান টিকা কার্যক্রমে কিছু সময়ের জন্য আকস্মিক স্থবিরতা নেমে আসে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সারণি ৩ : নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)

অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন	শতকরা হার ও টাকা
নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার	১৫.০%
নমুনা পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে এমন সেবাগ্রহীতার হার	১৪.৯%
সরকারি পরীক্ষাগারে গড় ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	১১৬ টাকা
বেসরকারি পরীক্ষাগারে গড় ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	৪,৪২৫ টাকা
হাসপাতালে সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার	২২.২%
হাসপাতালে সেবাগ্রহণে নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া সেবাগ্রহীতার হার	১২.২%
হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাগ্রহণে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	৪০০-১০,০০০ টাকা
টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার টিকাগ্রহীতার হার	২.০%
টিকা কেন্দ্রে যথাসময়ে বা দ্রুত সিরিয়াল পেতে গড় ঘুষের পরিমাণ	৬৯ টাকা

এ ছাড়া দু-একটি কেন্দ্রে টিকাগ্রহীতা বিশেষ করে প্রবাসীদের কাছ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে পছন্দ অনুযায়ী টিকা প্রদানের বিষয়টিও গবেষণায় উঠে এসেছে। কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তিতেও ২৩ শতাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

করোনার নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা উপকরণ/যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং টিকা ক্রয়ের প্রকৃত ব্যয়সহ কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে মোট ব্যয় ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়। তবে গবেষণায় দেখা যায় টিকার ক্রয়মূল্য ও টিকা কার্যক্রমের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১২ হাজার ৯৯৩ থেকে ১৬ হাজার ৭২১ কোটি টাকা যা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত হিসাবের অর্ধেকেরও কম। যদিও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী টিকা বাবদ সরকারের প্রকৃত ব্যয় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে পূর্বে ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে প্রকাশ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। তবে এরপরও টিকাবিষয়ক প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করেছে, অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য লক্ষ করা গেছে। দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাদের রদবদল করা হলেও স্বাস্থ্য বিভাগের জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আইনের আওতায় আনা হয়নি। এ ছাড়া কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং যা সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জবিষয়ক গবেষণার চারটি পর্বেই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অব্যাহত ছিল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করা, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান না করা এবং সেবা সম্প্রসারণ না করার ফলে বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব কার্যক্রম সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্য ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গভেদে বৈষম্য বিরাজমান ছিল, যা সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে।

এসব গবেষণা চলাকালীন সময়ে সরকার করোনা সংকট মোকাবিলায় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা উল্লিখিত গবেষণার সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতে নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি বা এধরনের অন্য কোনো সম্ভাব্য সংকট এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এসব কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

সুপারিশ

চিকিৎসাব্যবস্থা, নমুনা পরীক্ষা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. সংকটকালীন চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে।	
৩. বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউসহ চিকিৎসার খরচ সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চিকিৎসা ফি'র সীমা নির্ধারণ করতে হবে।	
৪. জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি পালনের চর্চা অব্যাহত রাখতে বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আচরণ পরিবর্তনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে।	
কোভিড-১৯ টিকা-সম্পর্কিত	**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ**
৫. মাঠ পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সর্বজনীন টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত এবং প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।	ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স কমিটি, ন্যাশনাল ভ্যাকসিন ডেপ্লয়মেন্ট কোর কমিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রথম ডোজ টিকা পাওয়া ব্যক্তিদের দ্বিতীয় ডোজ এবং দ্বিতীয় ডোজ পাওয়া ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।	
প্রণোদনা বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত	**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ**
৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।	
৯. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে।	

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সম্পর্কিত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০. টিকা প্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুদ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১. চিকিৎসা ও টিকা-সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং কার্যক্রমে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে তদন্ত ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১২. স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। সকল ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে, জরুরি ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করে সরবরাহকারীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং পণ্যের সর্বোচ্চ গুণগত মাণ নিশ্চিত সাপেক্ষে ক্রয় ও সরবরাহ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।	

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬ । ফ্যাক্স:+৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh